হেরোইন সংক্রান্ত তথ্য

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

প্রধান কার্যালয়

৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

ফ্যাক্স নম্বরঃ ৮৮-০২-৮৮৭০০১০

টেলিফোন নম্বরঃ ৮৮-০২-৮৮৭০০১১

ই-মেইল : dgdncbd@gmail.com

Website : www.dnc.gov.bd

হেরোইন কি?

হেরোইন হচ্ছে আফিম থেকে প্রস্তুত একটি শক্তিশালী মাদকদ্রব্য। এই মাদকদ্রব্য প্রায়ই সাদা অথবা বাদামী পাউডারের আকারে বিক্রি হয় এবং এটি কেবল অবৈধভাবেই পাওয়া সম্ভব। কখনও কখনও একে ব্রাউন সুগার বলা হয়। এই পাউডার সাধারণতঃ গুড়ো দুধ, বিশোধক (ক্লিনজার), স্ট্রিক্‌নাইর, সার, গুড়ো করা কাঁচ বা কফি ইত্যাদির সঙ্গে মিশিয়ে বিক্রি করা হয়। বাংলাদেশে প্রধানতঃ ''চেজিং দ্যা ড্রাগন পদ্ধতিতে'' (পান্‌নিতে) ধূমপানের সাহায্যে এটা গ্রহণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে উত্তপ্ত হোরোইনের ধোঁয়া নিঃশ্বাসের সাথে টেনে নেয়া হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইনজেকশনের মাধ্যমে এর বিপজ্জনক অপব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, তবে বাংলাদেশে হেরোইন ইনজেকশন পাওয়া যায় না।

এক সময় পৃথিবীর কোন কোন অংশে হেরোইন বেদনানাশক হিসেবে ব্যবহার করা হত। কিন্তু হেরোইনের নেশাজনিত অপব্যবহার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় একে অবৈধ ঘোষণা করা হয়।

হেরোইন ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া কি কি?

হেরোইন ব্যবহারের পদ্ধতি এবং এর বিশুদ্ধতা অনুসারে এই মাদকদ্রব্যের প্রতিক্রিয়ায় তারতম্য হয়ে থাকে। সাধারণতঃ যারা ইনজেকশনের মাধ্যমে হোরোইন গ্রহণ করে, তারা ধূমপানের সাহায্যে অথবা মুখে গ্রহণকারীদের চেয়ে অধিক দ্রুত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া অনুভাব করে। তবে যেহেতু এ মাদকদ্রব্য ধরণ ও পরিমাণে মিশ্রণ করা হয় এবং যেহেতু এটা কতটা শক্তিশালী বা খাঁটি তা নিশ্চিত করে জানা সম্ভব হয় না, কাজেই এর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সাধারণতঃ আগাম কিছু বলা সম্ভব হয় না।

স্বল্পমেয়াদী প্রতিক্রিয়াঃ

হেরোইন ব্যথা, ক্ষুধা ও যৌন অনুভূতি দ্রুত কমিয়ে দেয়, রক্তচাপ কমিয়ে দেয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের হার হ্রাস করে। ব্যবহারকারী প্রায়ই অচৈতন্য হয়ে পড়ে এবং পালাক্রমে অস্থির অথবা ঘুমঘুম ভাব এবং ঘাম অথবা ঠান্ডা অনুভব করতে পারে। অন্যান্য মাদকদ্রব্যের মত হোরোইন ব্যবহার করে গাড়ী বা মেশিন চালানো বিপজ্জনক। বিশুদ্ধ ও অধিক মাত্রায় গ্রহণের ফলে চোখের মণি সংকুচিত হতে পারে, চামড়া হয়ে যায় ঠান্ডা, স্যাঁতস্যাঁতে ও নীলচে এবং শ্বাস প্রশ্বাস ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে অবশেষে থেমে যেতে পারে এবং মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ গ্রহণের ফলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়াঃ

গবেষণায় দেখা যায়, নিয়মিত হেরোইন সেবকদের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, খাবারের প্রতি মনোযোগ ইত্যাদি জীবনধারণ পদ্ধতির পরিবর্তনের কারণে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। তাদের এইচ আই ভি/এইডস, হেপাটাইটিস বি ও ধনুষ্টংকার (ইনজেকশনের মাধ্যমে হেরোইন গ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে) এর মত রোগে আক্রান্ত হওয়ার এবং তাদের ফুসফুস, যকৃৎ ও মস্তিষ্কের কার্যকারীতা হ্রাস পাওয়ার (সকল ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে) সম্ভাবনা থাকে। হেরোইন আসক্ত মায়েদের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী শিশুরাও প্রায়ই মায়েদের মত এই মাদকদ্রব্যে আসক্ত হয়ে পড়তে পারে এবং মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে তাদের মায়েরা যেসব রোগে আক্রান্ত হয়, তাদের মধ্যেও সেসব রোগ সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া হেরোইনের সাথে মিশ্রিত দ্রব্যের প্রভাবেও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে।

হেরোইন কতটা নেশা সৃষ্টিকারী?

হেরোইন অত্যন্ত শক্তিশালী নেশা সৃষ্টিকারী, কেননা শরীর ও মনের উপর এটা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং দ্রুত প্রভাব বিস্তার করে। অধিকাংশের ক্ষেত্রে তিন থেকে চার দিন ব্যবহারের পরই সহনশীলতা সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ একই আমেজ পেতে হলে ক্রমেই পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণে হেরোইন গ্রহণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কোন ব্যবহারকারীর একবার সহনশীলতা সৃষ্টি হওয়ার পর হঠাৎ হেরোইন গ্রহণ বন্ধ করে দিলে সে অসুস্থ বোধ করবে। একে বলে প্রত্যাহার বা পরিহারজনিত উপসর্গ। পরিহার সংক্রান্ত বিভিন্ন লক্ষণের মধ্যে রয়েছে প্রচন্ড বিষণ্নতা, অনিদ্রা, ঘাম হওয়া, চোখ ও নাক দিয়ে পানি পড়া, মাংসপেশী লাফানো, ব্যথা, শীত-শীত ভাব, ডায়রিয়া, বমি, খিচুনি, প্রচন্ড জ্বর এবং মাদকদ্রব্য গ্রহণের জন্য ব্যগ্রতা। শেষ মাত্রা গ্রহণের চার থেকে পাঁচ ঘন্টা পরই এসব লক্ষণ শুরু হয় এবং এগুলো সাত থেকে দশ দিন স্থায়ী হতে পারে। অবশ্য অনেকেই মনে করেন মাদকদ্রব্য গ্রহণের ব্যগ্রতা কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে যা নেশা কাটিয়ে তোলার কাজকে বেশ দুরূহ করে তোলে।

যে মুখে ডাকব "মা"
সেমুখে
মাদক "না"

মাদক অপব্যবহারের বিরুদ্ধে আইন ও শাস্তির বিধান

• হেরোইন, ফেনসিডিল, আফিম, মরফিন, নেশার ইনজেকশন, গাঁজা, ভাং, মদ, তাড়ি, ঘুমের ঔষধ ইত্যাদির উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বহন-পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিষিদ্ধ ও মারাত্মক অপরাধ। এসব অপরাধ দ্রুত বিচার আদালতে বিচার্য এবং এ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ জামিন দেয়া হয়না। মাদক অপরাধের শাস্তি সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড।

• হেরোইন, কোকেন, পেথেডিন, মরফিন, আফিম, ফেনসিডিল উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বহন-পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয় চোরাচালানের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

• ইয়াবা, গাঁজা উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বহন-পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয়, চোরাচালানের সর্বোচ্চ শাস্তি ১৫ বছরের কারাদণ্ড।

• এ্যালকোহল, মদ উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বহন-পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয়, চোরাচালানের সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছরের কারাদণ্ড।

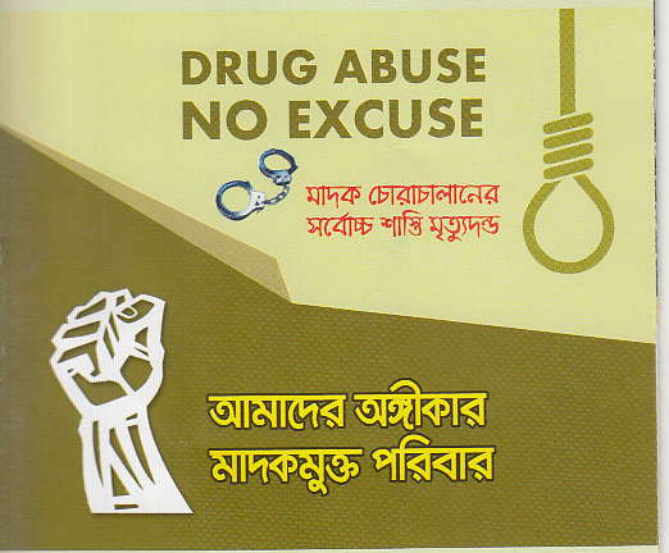

হেরোইনের সেবনের কুফল

- মৃত্যু, জীবনীশক্তি হ্রাস
- ফুসফুস ও যকৃতের ব্যবহারিতা হ্রাস
- খাবারের ব্যাপারে অনীহা
- ডায়রিয়া, বমি, খিঁচুনি
- হজমশক্তি হ্রাস, অক্ষমতা
- শিরার প্রদাহ, ফোঁড়া, ইনফেকশন
- পুরুষত্বহীনতা ও বন্ধ্যাত্ব
- স্মৃতিশক্তি হ্রাস ও ব্যক্তিগত অপরিচ্ছন্নতা
- আগ্রাসী, আক্রমণাত্মক মনোভাব
- হেপাটাইটিস বি/সি, এইডস